Lens Asia

২৮ আগস্ট, ২০২৬

বিমানবন্দরের নিরাপত্তা জোরদারে পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণ

ছবি: লেন্স এশিয়া

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিরাপত্তা তদারককারীদের দক্ষতা বাড়াতে যুক্তরাজ্যের পরিবহন বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শেষ হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে ব্রিটিশ হাইকমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দরে দায়িত্ব পালন করা এভিয়েশন নিরাপত্তা তদারককারী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অংশ নেন।

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) এভিয়েশন নিরাপত্তা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাজ্য থেকে আসা প্রশিক্ষকেরা বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, পরিবর্তিত নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবিলা ও তদারকি কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রশিক্ষণ দেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বাড়ানো এবং ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রস্তুতি উন্নত করার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বেবিচকের সদস্য (নিরাপত্তা) এয়ার কমোডর মো. আসিফ ইকবাল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনের কাউন্সেলর রায়ান ডানকানসন। এ ছাড়া যুক্তরাজ্যের পরিবহন বিভাগ, ব্রিটিশ হাইকমিশন ও বেবিচকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এয়ার কমোডর মো. আসিফ ইকবাল প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য ব্রিটিশ হাইকমিশন ও যুক্তরাজ্যের পরিবহন বিভাগকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন, পরিবর্তিত নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবিলায় বিমান নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তা-কর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা নিয়মিত বাড়ানো প্রয়োজন। বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় এবং নিরাপত্তাবান্ধব কর্মপরিবেশ তৈরির ওপরও গুরুত্ব দেন তিনি।

একই সঙ্গে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিরাপত্তার পাশাপাশি যাত্রীসেবার মান উন্নয়ন এবং যাত্রীদের চলাচল আরও সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন তিনি।

বিশেষ অতিথি রায়ান ডানকানসন বলেন, বিমান নিরাপত্তায় বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। প্রশিক্ষণ শেষ করা অংশগ্রহণকারীদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি ভবিষ্যতেও এ ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশের বিমান নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে সহযোগিতা চালিয়ে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

পরে প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া কর্মকর্তাদের হাতে সনদ তুলে দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে পাঁচ কর্মদিবসের এভিয়েশন নিরাপত্তা তদারককারী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপ্তি হয়।